بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৬ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় আসমা ও আবু উফকের হত্যাকাণ্ডকে যৌক্তিকভাবে ও গবেষণার আলোকে খণ্ডন করেন এবং চারজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন।

তাশাহহুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, বিগত খুতবায় আসমাকে হত্যার ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম। আজ দ্বিতীয় আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করব, এটিও মনগড়া ও ভিত্তিহীন কাহিনী বলেই মনে হয়। ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে একজন বয়স্ক ইহুদী **আবু উফকের হত্যার ঘটনার** উল্লেখ রয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে, একদিন মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে বলেন, কে আছে যে আমার জন্য এই নোংরা আবু উফককে হত্যা করতে পারে। সে অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিল, কথিত আছে তার বয়স ছিল ১২০বছর; কিন্তু সে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে লোকদেরকে উস্কে দিত এবং নোংরা কবিতার পঙক্তি রচনার মাধ্যমে তাঁর অবমাননা করত। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ শুনে **হযরত সালেম বিন উমায়ের (রা.)** যিনি আল্লাহ্‌র ভয়ে অনেক কাঁদতেন; তিনি উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, হয় আমি তাকে হত্যা করব নতুবা এ চেষ্টায় আমি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিব। একরাতে প্রচন্ড গরমের মধ্যে আবু উফক তার বাড়ির আঙ্গিনায় ঘুমিয়ে ছিল। হযরত সালেম (রা.) একথা জানতে পেরে দ্রুত তার বাড়ি অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে পৌঁছে তার বুকে তরবারী মেরে প্রচন্ড জোরে চাপ দেন যার ফলে তা দেহ ভেদ করে পিঠ অতিক্রম করে বিছানায় গিয়ে ঠেকে। সেই মুহূর্তে আবু উফক ভয়ানক চিৎকার দেয় আর তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকেরা দ্রুত তার কাছে আসে এবং তাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যায়, কিন্তু তার প্রাণ রক্ষা হয় নি।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, উপরোক্ত ঘটনাটিও নির্ভরযোগ্য জীবন চরিতের পুস্তকাবলী কিংবা সিহাহ্ সিত্তায় উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে, কতিপয় ইতিহাসগ্রন্থে এর উল্লেখ আছে, কিন্তু ইতিহাসের অধিকাংশ পুস্তকাদিতে এ ঘটনা বর্ণিত হয়নি। তদুপরি বর্ণিত রেওয়াতগুলোর মাঝে পারস্পরিক মতবিরোধ এ ঘটনাকে সংশয়পূর্ণ সাব্যস্ত করে। যেমন **প্রথমত,** হত্যাকারীর বিষয়ে মতবিরোধ পাওয়া যায়। ইবনে সা'দ ও আবু ওফাক-এর মতে আবু উফককে হত্যা করেছে সালেম বিন উমায়ের। অপরদিকে অন্য আরো কিছু বর্ণনায় সালেম বিন উমর এর নাম উল্লেখ আছে। এছাড়া উকবার বর্ণনায় সালেম বিন আব্দুল্লাহ্ বিন সাবেত আনসারীর নাম পাওয়া যায়। **দ্বিতীয়ত,** হত্যার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ইবনে হিশাম ও ওয়াকদীর মত হলো, সালেম নিজে উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করেছেন। অথচ অন্যান্য বর্ণনামতে, মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে তিনি তাকে হত্যা করেছেন। **তৃতীয় মতবিরোধ** ধর্মমত নিয়ে। ইবনে ইসহাকের মতে আবু উফক ইহুদী ছিল, অথচ ওয়াকদীর মতে সে ইহুদী ছিল না। **চতুর্থত,** হত্যার সময়ের ব্যপারে মতবিরোধ পাওয়া যায়। ওয়াকদী ও ইবনে সা'দের মতে এটি আসমার হত্যার পরের ঘটনা। অথচ ইবনে হিশামের মতে এ ঘটনা আসমার হত্যার পূর্বে ঘটেছিল। এ সমস্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায় এই কাহিনীটিও বানোয়াট ও মনগড়া। যদি তর্কের খাতিরে এ ঘটনাটিকে সত্য বলে ধরেও নেয়া হয় তথাপি আবু উফকের বিভিন্ন অপরাধ যেমন,

রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যার উস্কানি দেয়া, উত্তেজনাকর কবিতার পঙক্তি রচনা করে যুদ্ধের জন্য লোকদেরকে প্ররোচিত করা, রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট করা ইত্যাদি কারণ তাকে মৃত্যুদন্ডের শাস্তি প্রদানের জন্যও যথেষ্ট। বর্তমান যুগেও এরূপ অপরাধে মৃত্যুদন্ডের শাস্তি দেয়া হয়, যদি সে রাষ্ট্রবিরোধী হয়।

অনুরূপভাবে আসমার হত্যার বিষয়ে যেভাবে ইহুদীদের কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না, অনুরূপভাবে এ ঘটনার পরও ইহুদীদের কোনো প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। কাজেই ইহুদীদের নিশ্চুপ থাকা এ ঘটনাকে বানোয়াট সাব্যস্ত করে, নতুবা প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা.) কর্তৃক কোনো অন্যায় হত্যা সংঘটিত হলে তারা অবশ্যই এর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হতো। বদরের যুদ্ধের অনতিপর এ ঘটনা ঘটেছিল বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এটি সত্য নয়, কেননা ইতিহাসবিদগণ এ বিষয়ে ঐক্যমত যে, মুসলমান ও ইহুদীদের প্রথম বিবাদ শুরু হয় বনু কায়নোকার ঘটনার মাধ্যমে। এর পূর্বে কোনো রক্তপাতের ঘটনা ঘটে থাকলে অবশ্যই তারা তা উল্লেখ করত এবং নির্দ্বিধায় এই আপত্তি করত যে, ইহুদীদের উত্তেজিত হওয়ার পেছনে কারণ হলো, মুসলমানরা প্রথম তাদেরকে উস্কে দিয়েছে। কিন্তু সমালোচকরা এধরণের কোনো আপত্তি উত্থাপন করেনি।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ ঘটনা সম্পর্কে সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে বর্ণনা করেন যে, ওয়াকদী এবং আরো কতিপয় ইতিহাসবিদ বদরের যুদ্ধের অনতিপর এরূপ দুটি ঘটনা বর্ণনা করেছে যার উল্লেখ কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু বিবেক দ্বারা যাচাই করলেও এগুলো গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হয় না। এ ঘটনাগুলোর মাধ্যমে যেহেতু মহানবী (সা.)-এর সত্তার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা যায় তাই তারা অভ্যাসবশতঃ চরম বিভ্রান্তিমূলক এমন দুটি বানোয়াট কাহিনী বর্ণনা করেছে। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো, যদি সঠিক পর্যালোচনা ও যাচাই বাছাই করা হয় তাহলে একটি ঘটনাও সত্য প্রমাণিত হয় না। প্রথম যে সংশয় সৃষ্টি হয় তা হলো, হাদীসের গ্রন্থাবলীতে এ ঘটনার কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না, বরং হাদীস তো দূরের কথা অনেক ঐতিহাসিকও এর উল্লেখ করেন নি। যদি এমন কোনো ঘটনা আসলেই ঘটে থাকত তাহলে হাদীসের গ্রন্থাবলীতে বা অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে এর উল্লেখ না থাকার কোনো কারণ নেই। এস্থলে এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, এ ঘটনা বর্ণিত হলে মহানবী (সা.) বা তাঁর সাহাবীরা আপত্তির লক্ষ্যস্থলে পরিণত হবেন তাই মুহাদ্দিসগণ বা কতিপয় ঐতিহাসিক এ ঘটনাটিকে এড়িয়ে গিয়েছেন। কেননা **প্রথমত,** হত্যার কারণ বা প্রেক্ষাপটের দৃষ্টিকোণ থেকে এ হত্যাকাণ্ড আপত্তিকর নয়। **দ্বিতীয়ত,** যে ব্যক্তি হাদীস ও ইতিহাসের সামান্য জ্ঞান রাখে তার কাছে এটি অজানা নয় যে, মুসলমান মুহাদ্দিস বা ঐতিহাসিকগণ শুধুমাত্র মহানবী (সা.) বা তাঁর সাহাবীদের ওপর আপত্তি উত্থাপিত হবে একথা চিন্তা করে কোনো ঘটনাকে বাদ দিয়ে দিবেন না। কেননা তারা যে কোনো কথা বা ঘটনাকে বর্ণনার মানদণ্ডে সঠিক হিসেবে পেলে তা লিপিবদ্ধ করতেন, কখনো এ বিষয়ে কালক্ষেপণ করতেন না। মিষ্টার মার্গোলিস সকল বিষয়ে মুসলমানদের সমালোচক ও বিরোধীতাপূর্ণ মনমানসিকতা রাখত সেও এসব ঘটনার জন্য মুসলমানদের প্রতি আপত্তি উত্থাপন করেনি।

হুযূর (আই.) বলেন, এসব মনগড়া ও বানোয়াট কাহিনী যা মহানবী (সা.)-এর প্রতি আরোপিত হয়েছে, ঐতিহাসিকগণ এ সম্পর্কে যা লিখেছেন তাদের উচিত ছিল পরবর্তীতে তা যাচাই বাছাই করা।

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃতজ্ঞতা যে, আমরা এ যুগের ইমামকে মান্য করেছি আর আমরা প্রতিটি বিষয় দেখেশুনে, এর সত্যতা অনুধাবন করে এরপর তা বর্ণনা করার চেষ্টা করি এবং কোনো আপত্তি— যা এভাবে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয় তা খণ্ডন করার চেষ্টা করি। আল্লাহ্ তা'লা সেসব আলেমকে বিবেক দিন যারা সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে এসব ঘটনা বর্ণনা করে এবং নিজেদের ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করে ইসলামের অবমাননা করে। মনে হয় তারা ইসলামের সেবা করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কর্মকাণ্ডের ফলে কখনো কখনো উগ্রপন্থী সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও অনুধাবন করার শক্তি দিন।

খুতবার শেষের দিকে হুযূর (আই.) চারজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন। **প্রথমত, প্রফেসর ড. নাসের আহমদ খান সাহেব** যিনি সম্প্রতি ৮৭বছর বয়সে কানাডায় ইন্তেকাল করেন। তিনি কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা মওলানা আহমদ খান সাহেব নাসীম মুবাল্লিগ ছিলেন এবং দীর্ঘ সময় কেন্দ্রীয় নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ ছিলেন। মরহুম কাদিয়ানে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তা'লীমুল ইসলাম কলেজ যখন রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হয় তখন সেখানে ভর্তি হন এবং পাকিস্তানেই পড়াশোনা করে ১৯৬৮ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি প্রফেসর হিসেবে সাহিত্যে অনেক অবদান রাখেন। আল্ ফযল, মাসিক মিসবাহ্ এবং খালেদ প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত তার প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। অনুরূপভাবে তিনি কবিতা রচনায়ও পারদর্শী ছিলেন। তা'লীমুল ইসলাম কলেজ রাবওয়া নির্মাণের পর ১৯৬১ সালে তিনি ওয়াক্‌ফ করে সেখানে অধ্যক্ষ হিসেবে প্রায় ১০বছর সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। তিনি ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তা'লীমুল ইসলাম কলেজ রাবওয়ার উর্দূ বিভাগের প্রধান ছিলেন। ১৯৭৯ সালে জাপানের এক কলেজে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হলে পাকিস্তান-জাপানের পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ়তায় ও জাপানে জামা'ত প্রতিষ্ঠায় তিনি অনন্য অবদান রাখেন। এরপর যখন পাকিস্তানে ফেরত আসেন বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পান, কিন্তু এ সময় আহমদীয়াতের কারণে তাকে অনেক সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়। তাই তিনি সবকিছু ছেড়ে যুক্তরাজ্যে চলে আসেন। এর কিছুকাল পর তিনি সুইডেনে এবং ২০০৩ সালে কানাডায় হিজরত করেন। শিক্ষা ও সাহিত্যজগতে তার যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি স্ত্রী ছাড়াও দুই পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন।

দ্বিতীয়ত, রাবওয়ার আমীর খান সাহেব ভাট্টির পুত্র **শরীফ আহমদ ভাট্টি সাহেব** ৮৮বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি মূসী ছিলেন। এক পুত্র কেন্দ্রের নিরাপত্তা বিভাগে কাজ করছে এবং আরেক পুত্র তাহের আহমদ ভাট্টি ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী হিসেবে সিয়েরা লিওনে সেবা করার তৌফিক পাচ্ছে। তিনি তাহাজ্জুদগুজার, নিয়মিত নামায-রোযায় অভ্যস্ত এবং একজন দোয়াগো মানুষ ছিলেন। যখনই খলীফার পক্ষ থেকে কোনো দোয়ার তাহরীক করা হতো, দ্রুত তা পালনে মগ্ন হয়ে যেতেন। অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করতেন। তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে স্ত্রী ছাড়াও দুই পুত্র ও দুই কন্যা রয়েছে।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ, নওয়াব শাহ্ জেলার সাবেক আমীর **প্রফেসর আব্দুল কাদের ডাহরী সাহেবের,** যিনি ৯২বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি উত্তরাধিকারী হিসেবে এক পুত্র এবং পাঁচ কন্যা

রেখে গেছেন। তার পুত্র সামার আহমদ লিখেছেন, তার বংশে আহমদীয়াত এসেছে তার দাদা রঈস মুহাম্মদ মুকীম ডাহরী খান সাহেবের মাধ্যমে। আব্দুল কাদের সাহেব অত্যন্ত সাহসী ও সত্যবাদি মানুষ ছিলেন। সমাজে নিগৃহীত লোকদের সাথে মিশতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিন্ধি সাহিত্যে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করে সাহিত্য জগতে অনেক অবদান রাখান তৌফিক লাভ করেছেন। সিন্ধের বড় বড় বংশীয় লোকদের সাথে তার সুসম্পর্ক সম্পর্ক ছিল। তাদেরকে খোলাখুলি বলতেন যে, আমি আহমদীয়া জামা'তের সদস্য আর আমরা আহমদীয়াতের বিশেষ চিহ্নসম্বলিত অলংকার পরিধান করে আছি। সন্তানদেরকে বলতেন, আহমদীয়াতের ক্ষেত্রে কখনো ভীত হবে না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি সিন্ধি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ এবং তফসীরে সগীরের দুই খণ্ডের অনুবাদ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। কুরআন অনুবাদ ও অন্যান্য লিফলেট প্রকাশের অপরাধে খলীফাতুল মসীহ্ ছাড়াও আরো চারজনের নামে ২৯৫ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল যাদের মাঝে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

চতুর্থত, আমেরিকা নিবাসী **প্রফেসর ডাক্তার মুহাম্মদ শরীফ খান সাহেব** যিনি ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। ১৯৩৯ সালে তানজানিয়ায় জন্মলাভ করেন। ডাক্তার হাবিবুল্লাহ্ খান সাহেবের মাধ্যমে তার বংশে আহমদীয়াত এসেছে। তিনি কাদিয়ানে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর তাহরীকে তিনি অষ্টম শ্রেণীতে থাকা অবস্থায় জীবন উৎসর্গ করেন। পরবর্তীতে পাঞ্জাব থেকে প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে এমএসসি ও পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)'র নির্দেশে তিনি ১৯৬৩ সাল থেকে ৩৫ বছর তা'লীমুল ইসলাম কলেজে সেবা প্রদান করে অবসরগ্রহণ করেন। বিশ্বব্যাপী পত্রিকাসমূহে তার ২৫০ এর অধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি প্রাণিবিদ্যার অনেক কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা করেছেন। ২০০২ সালে তিনি পাকিস্তানে **জুয়োলজিস্ট অব দি ইয়ার** পুরস্কারে ভূষিত হন। আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াতদের প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন আর তাদের বংশধরদেরকে আহমদীয়াতের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনগুত থাকার তৌফিক দিন, (আমীন)।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)